দৈনিক সংবাদ

NOV. 28 2002

নান্দাইলে একটি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ১৪ বছর যাবৎ বন্ধ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ নান্দাইল উপজেলার একমাত্র সরকারি টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে অচলাবস্থায় আছে। প্রায় ২ লাখ টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্রের কোন হদিস নেই।

১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এডিপির অর্থায়নে নান্দাইল টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের সমাজসেবা অফিসের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনা হলেও এরপর থেকে হঠাৎ করে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। একজন প্রশিক্ষক ও একজন পিয়ন নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল। জানা গেছে, এডিপির অর্থায়নে ২৫ লাখ ১ হাজার ৯শ' ৫০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে। তা থেকে ১৫টি টাইপরাইটিং মেশিনসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল। শুরু হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৮শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে। এর মধ্যে ৩শ' ৫০ জন কোর্স সম্পন্ন করে বলে জানা যায়। যা থেকে আয় হয় ১ লাখ ২২ হাজার ৩শ' ৬১ টাকা ৩৫ পয়সা। এ আয়ের টাকা সোনালী ব্যাংক নান্দাইল শাখার ৩৪৬২ হিসাব নং-এ জমা দেয়ার কথা থাকলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। বর্তমানে ৩শ' ৩৫ টাকা ৩৫ পয়সা জমা রয়েছে। বাকি টাকা কোথায় গেল তার কোন হদিস নেই। ১৫টি টাইপরাইটিং মেশিনের মধ্যে ২টি মেশিন অফিসে রয়েছে। প্রশিক্ষক সাহেদ আলী জানান, ১৯৮৮ সালের পর থেকে বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর লেখালেখি করেছি; কিন্তু কোন কাজে আসেনি। উপায়ান্তর না দেখে ২টি মেশিন দিয়েই অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি নিজ উদ্যোগে। স্থানীয়ভাবে এর গুরুত্ব, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাবে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এখন একটি দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। জুন ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষক ও পিয়নের মোট বকেয়া টাকা ১ লাখ ৫২ হাজার ৫শ' টাকা। ইতোমধ্যে কর্মরত প্রশিক্ষক কর্তৃক স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে আবেদন পাঠানো হলেও এ যাবৎ কোন ফলোদয় হচ্ছে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ওই টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।